অপিকে অপহরণের হুমকি

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) মেধাবী ছাত্রী সাবেকুন নাহার সনি নিহত হবার আড়াই মাস পর আবার ঘটলো নতুন ঘটনা। ঘটনাটি বুয়েটের জন্য লজ্জাকর। এ কথা এক কথায় সবাই স্বীকার করবে তা। যেহেতু বুয়েটে ভর্তি হবার যোগ্যতা রাখে শুধু মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা। যারা পড়াশোনার বাইরে অঘটনটা চিন্তাই করতে পারে না। বুয়েটের সুনাম দীর্ঘদিনের। অভিভাবকরাও থাকেন নিশ্চিন্তে। অভাবনীয় নতুন ঘটনা ঘটলো ২০ আগস্ট সোমবার। ঘটনাটি হলো– ছাত্রদলের ইউকসু ভিপি গোলাম মোর্শেদ লায়ন জনপ্রিয় মডেল ও অভিনয় শিল্পী এবং লাক্স আনন্দধারা ফটোসুন্দরী অপি করিমকে অপহরণের হুমকি দেয়ায়। গত ৮ জুন ছাত্রদলের দুই গ্রুপের বন্দুকযুদ্ধে কেমিকৌশল বিভাগের ছাত্রী সনি নিহত হওয়ায় প্রথম কলঙ্কিত হয় বুয়েট। এর রেশ যেতে না যেতেই আবার কলঙ্কিত হলো বুয়েট ছাত্রী অপি করিমের অপহরণের হুমকির ঘটনায়। এ আলোচনার ঝড় এখন চতুর্দিকে। বুয়েটের সাধারণ ছাত্রছাত্রীসহ অভিভাবকরা এখন চিন্তিত। অপিদের হুমকি

অপি করিম

দেয়ার মতো ঘটনা নিত্য ঘটছে আমাদের সমাজে। এদের কেউ কেউ এমন অপমান সহ্য করতে না পেরে বেছে নিয়েছে আত্মহত্যা বা পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়া, আবার কখনো কখনো পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে ঘরে বন্দী। বখাটেদের কারণে নষ্ট হচ্ছে অনেকের ভবিষ্যৎ। আবার কেউ কেউ অপমানের গ্লানি মেনে নিতে না পেরে বেছে নেয় আত্মহত্যার পথ। এদের মধ্যে রয়েছে সিমি অথবা গাইবান্ধার তৃষা। অথচ এসব ঘটনার নায়কদের ব্যাপারে সরকার উদাসীন। রাজনীতিবিদরা নিজেদের আখের গোছানোয় ব্যস্ত। অসহায় সাধারণ মানুষ অথর্ব সরকারের ওপর আস্থা হারিয়ে কখনো কখনো আইন তুলে নিচ্ছে নিজ হাতে। এর প্রমাণ সাধারণ মানুষ রেখেছে বহুবার। কখনও চাঁদাবাজ ঠেকাতে লাঠি আর বাঁশি। আবার সন্ত্রাসীদের গণধোলাইয়ে পিটিয়ে মারা। অথচ পুলিশ ব্যস্ত ভ্যান, গাড়িচালক অথবা লাঠি চালিয়ে খয়রাতি আদায়ে।

গত ২০ আগস্ট অপি করিম ক্লাস শেষ করে বের হলে ভিপি গোলাম মোর্শেদ লায়ন তাকে হুমকি দেয় উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার।

সি নে মা রি ভি উ

মন দিওয়ানা

শালা, কপাল আছে আমিন খানের।' তার কপাল কেন নায়কের মতো হলো না, এ নিয়ে আফসোসের শেষ নেই।

সিনেমা শুরু হয়েছে প্রায় আধা ঘন্টা আগে। এ সময় পাশের সিটটিতে একজন দর্শক এসে বসলো। 'কি ভাই, এতো দেরি কেন?' জিজ্ঞেস করতেই জবাব দিলো, 'নায়ক-নায়িকার বাপ-মা মরতেই তো আধ ঘন্টা লাগে। তাই সব সময় একটু পরেই আসি।' বোঝা গেলো নিয়মিত দর্শক। বাংলা সিনেমার ফর্মুলা তার মুখস্থ।

ঘটনা সংক্ষেপ : জনদরদী নেতা সুলতান খানের (মিজু আহমেদ) ভাড়াটে সন্ত্রাসী বাদশা (কমল সরকার)। কমল সরকারের বাবা ও বোনের মৃত্যুর জন্য মিজু দায়ী। প্রতিশোধের অপেক্ষায় থাকে কমল। মিজুর একমাত্র মেয়ে সৃষ্টি (পপি)। কক্সবাজারে বেড়াতে গেলে ঘটনাচক্রে তার প্রেম হয় রহিতের (আমিন খান) সঙ্গে। মিজুর অপর সন্ত্রাসী বাবলার (ডিপজল) সঙ্গে কমলের বিরোধ। আমিন খানের বন্ধু পুলিশ অফিসার বিপ্লবের (আসিফ ইকবাল) সঙ্গে প্রেম হয় ছোঁয়ার (রোজা)। সন্ত্রাসীরা বিপ্লবের বাবাকে মেরে ফেলে। ওদিকে প্রতিশোধের নেশায় পপিকে বিয়ে করতে চায় কমল সরকার। তাকে বিয়ে করতে চায় ডিপজলও। সিনেমার শেষ পর্যায়ে জানা যায়, আমিন খান কমল সরকারের ভাই। দু'জন মিলে মিজু, ডিপজলকে হত্যা করে। পপি-আমিনের মিলন হয়। মারা যায় কমল সরকার।

টক-ঝাল-মিষ্টি : আমিন খান আর্টিস্ট। পার্কে ছবি আঁকতে থাকে পপির। ইতিমধ্যেই তাদের ভেতর মিঠামিঠা দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেলো। পপি আমিন খানকে জব্দ করার জন্য পার্কে পানি বিক্রি করে, এমন একটি মেয়েকে ঠিক করে। সে সবার সামনে আমিন খানকে আই লাভ ইউ বলে গালে চুমু খায়। কম খায় না আমিন খানও। বান্ধবীদের সামনে লিপ কিস করে বসে পপিকে। এক দর্শক তাই দেখে বলে উঠলো। 'ওরা তো চুম্মা দিলো গালে, আর চান্স পাইয়া ও তো পপির ঠোঁটেই চুম্মাটা দিয়া দিলো। শালা, কপাল আছে আমিন খানের।' তার কপাল কেন নায়কের মতো হলো না, এ নিয়ে আফসোসের শেষ নেই। আফসোস বোধহয় পপির বান্ধবীরও হচ্ছিল। পপিকে সে প্রশ্ন করে, 'কি রে কিসটা কেমন লাগলো? টক, ঝাল না মিষ্টি?' 'বুঝছেন ভাই, ওর তিন

পর্দায় যখনই নায়িকা আসে, তখনই লেজার লাইট নায়িকার বিশেষ বিশেষ জায়গায় মারতে দেখা যায়। হলের অন্য দর্শকরা যে এতে বিরক্ত হচ্ছেন, ব্যাপারটা তা নয়। তারা বেশ মজাই পাচ্ছেন। আমার পাশের দর্শকই যেমন বলে উঠলো, 'শালায় তো ভালোই রসিক আছে।'

ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, অপি করিম বুয়েটে ভর্তি হওয়ার পর লায়ন তাকে পছন্দ করে বিষয়টি জানায়। অপি এ বিষয়টি তার পরিবারকে প্রথম দিকে জানাননি। পরবর্তীতে সে যখন মাঝে মাঝেই অপির পিছু নিতো এবং নানা কথা বলতো তখন তিনি বাড়িতে জানান। অপির পরিবার ভেবেছিলো এটা এক সময় ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এ বছরেই লায়ন অপির মায়ের কাছে তার বাবাকে পাঠাবে বলে জানায়। এতে তার মা আপত্তি করায় সে ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। এর কয়েকদিন পরেই সে হুমকি দেয় উঠিয়ে নেয়ার। অপি ছাড়াও লায়ন অনেক সময় বিভিন্ন ছাত্রীকে বহু বিরক্ত করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বুয়েট সূত্রে জানা যায়, লায়নের বিভিন্ন ধরনের পাগলামির সঙ্গে বুয়েটের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা পরিচিত। বুয়েটের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র লায়ন যথেষ্ট মেধাবী হলেও তার মানসিক সমস্যার সৃষ্টি হয় দ্বিতীয় বর্ষে ওঠার পর। গত বছর ইউকসু নির্বাচনে তিনি জয়লাভ করেন। নির্বাচনের পর মোটামুটি সুস্থ হয়ে যান। তবে চলতি বছরের শুরুর দিকে আবার অসুস্থ হন এবং পাগলামি শুরু করেন। এখন বুয়েটের ছাত্রছাত্রীর অভিভাবকদের মধ্যে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে, একজন মানসিক রোগী কি করে এই প্রতিষ্ঠানের ভিপি হলো। বুয়েট এখন নানাবিধ বিষয় নিয়ে আলোচিত। আর আলোচনায় আসে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর। গত মে মাসে বুয়েটের কেন্দ্রীয় সংসদের স্যুভেনিরে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির উত্থান প্রসঙ্গে একটি লেখা ছাপাকে কেন্দ্র করে বুয়েট উত্তপ্ত হতে থাকে। এরপর ক্রমান্বয়ে ঘটছে নানা ঘটনা। অপি করিমের হুমকির ঘটনায় বুয়েট কর্তৃপক্ষ অপরাধীকে কি ধরনের শাস্তি দেবেন এ নিয়ে বুয়েটের ভিসি নূরুদ্দিন মোহাম্মদের সঙ্গে কথা হলে তিনি বলেন, অপরাধী যেহেতু মানসিক রোগী। সে বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছে বাংলাদেশ মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে। সে সুস্থ হলে আমরা ভেবে দেখবো কি করা যায়।' অপি করিমকে অপহরণের হুমকি দেয়ায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন জানায় প্রতিবাদ। অপি করিমের সঙ্গে কথা হলে তিনি বলেন, 'আমার মতো এ ধরনের ঘটনা সমাজে ঘটছে অহরহ। আমি শো-বিজের, তাই হয়তো লেখালেখি হয়েছে। এটা খুবই সাধারণ একটা ঘটনা।' অপি করিমের পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, তারা বিষয়টি বুয়েটের সিদ্ধান্তের ওপরে ছেড়ে দিয়েছেন। বুয়েট এ ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত দেবে তা মেনে নেবেন। তবে এ ঘটনার পরদিনও অপিকে পরীক্ষা নিতে হয়েছে।

ইউকসু ভিপি গোলাম মোর্শেদ লায়ন

মানসিক টর্চারের মধ্যে অপির পরীক্ষাটা পরে নিতে পারতো বুয়েট কর্তৃপক্ষ যা নিয়ে অনেক অভিভাবকই হতাশ। অপি করিম অপহরণের হুমকির ঘটনার শেষ খবর পর্যন্ত জানা যায়, বুয়েট কর্তৃপক্ষ লায়নের বাবার কাছ থেকে মুচলেকা নেবে। ভবিষ্যতে যেন লায়ন বুয়েটের কোনো ছাত্রীর সঙ্গে এ ধরনের আচরণ না করে। পুরোপুরি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত সে ক্যাম্পাসে আসতে পারবে না।

ধরনের কিসের অভিজ্ঞতাই আছে'- পাশের দর্শকের এ কথাটা যুক্তিযুক্ত।

বুলেট : মিজুর কারণে মারা যায় কমল সরকারের বাবা ও বোন। প্রতিশোধ নেবার জন্য পপিকে জোর করে তুলে আনে কমল। কষ্ট বোঝানোর জন্য ছুরি দিয়ে নিজের বুক চিরে ফেলে। বেরিয়ে আসে দু'টি তাজা বুলেট। দৃশ্যটি যে কতোটা অবাস্তব সেটা কি পরিচালক বোঝেন না? স্বামী-স্ত্রী না হয়েও কমল সরকার ও পপির একঘরে রাত কাটানোই বা কতোটা বাস্তবসম্মত?

বাস্তবতা : পুরো সিনেমা অদ্ভুত কাহিনীতে ভরপুর, বাস্তবতাবিবর্জিত। তবে ডিপজলের সন্ত্রাসী হয়ে ওঠার ঘটনাটি পুরোপুরি বাস্তবসম্মত। স্কুল মাস্টারের সহজ-সরল ছেলে ডিপজলকে পুলিশ ধরে আনে। বানাতে চায় মিথ্যে খুনের আসামি। ছাড়া পেয়ে ডিপজল হয়ে যায় সন্ত্রাসী। সমাজে প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর মধ্য থেকেই কাহিনীকার এ অংশটুকু নিয়েছেন। ডিপজলের সন্ত্রাসী হওয়া মেনে নিতে পারেন না নীতিবান স্কুল শিক্ষক পিতা। ছেলের বিরুদ্ধে কেস করতে গেলে পুলিশও কেস নেয় না। কারণ এসব পুলিশ তো ডিপজলের কেনা গোলাম। রাগে, অপমানে, দুঃখে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন নীতিবান পিতা। কবরের সামনে বসে ডিপজলের ডায়লগ, 'এহন তো বাপও মইরা গেলো, আমি আরো বড় সন্ত্রাসী হমু।' ছি ছি করে উঠলো পাশের দর্শক, 'শালা আলিমের ঘরে জালিম পয়দা হইছে।'

রসিক দর্শক : হলের একেবারে সামনের দিকে, সম্ভবত স্টলে এক দর্শক বসেছে লেজার লাইট নিয়ে। লেজারের কারিশমা সে দেখায় পর্দায় নায়িকার উপস্থিতিতে। পর্দায় যখনই নায়িকা আসে, তখনই লেজার লাইট নায়িকার বিশেষ বিশেষ জায়গায় মারতে দেখা যায়। হলের অন্য দর্শকরা যে এতে বিরক্ত হচ্ছেন, ব্যাপারটা তা নয়। তারা বেশ মজাই পাচ্ছেন। আমার পাশের দর্শকই যেমন বলে উঠলো, 'শালায় তো ভালোই রসিক আছে।' সিনেমা শেষ। সব দর্শকের সঙ্গে বেরিয়ে আসছি হল থেকে। প্রায় সবার চোখে-মুখেই একরাশ বিরক্তি। 'মন দিওয়ানা' যে তাদের মনকে দিওয়ানা করতে পারেনি, তা বলাই বাহুল্য। আবার কবে এ দেশে মন ছুঁয়ে যাবার মতো সিনেমা হবে, তা বোধহয় স্বয়ং ঈশ্বরও জানেন না।

স্মরণে সঙ্গীত সন্ধ্যা

গত ২২ আগস্ট বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হলো খ্যাতিমান সুরস্রষ্টা কমল দাশগুপ্তের স্মরণে সঙ্গীত সন্ধ্যা। এ সঙ্গীত সন্ধ্যার আয়োজন করে সঞ্চারী সঙ্গীত সংস্থা। উল্লেখ্য, কমল দাশগুপ্ত এ দেশের কৃতী সন্তান। তার সুরসৃষ্টির খ্যাতি উপমহাদেশব্যাপী। কমল দাশগুপ্ত যশোর জেলার কালিয়া গ্রামে ১৯১২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার সুরারোপিত গানের সংখ্যা ৭ হাজারের বেশি। তিনি প্রায় ৩০টির মতো ভারতীয় চলচ্চিত্রে সঙ্গীত পরিচালনা করেন। শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালনার জন্য তিনি ৪ বার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছেন। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের গানে কবি ব্যতীত অন্যদের মধ্যে তিনিই বেশি সুরারোপ করেছিলেন। স্মরণে সঙ্গীত সন্ধ্যায় উপস্থিত ছিলেন খালিদ হোসেন, ফেরদৌস আরাসহ অনেকেই।

স্মরণে লোকসঙ্গীত

দেশের গুণী শিল্পী আব্দুল আলীম ও ওস্তাদ মমতাজ আলী খান স্মরণে শাহানা আরশাদ রূপু নির্মাণ করেছেন 'অনেক দিন পরে'। এই অনুষ্ঠানটি আব্দুল আলীমের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ৩১ আগস্ট ও ৪ সেপ্টেম্বর দেখানো হবে চ্যানেল আইতে। অনুষ্ঠানটিতেও থাকবে আব্দুল আলীমের পরিবারের সদস্যদের পরিবেশনায় গান। গান পরিবেশন করবেন ছেলে জহীর আলীম, আজগর আলীম, মেয়ে জহুরা আলীম ও নূরজাহান আলীম। এছাড়াও গান পরিবেশন করবেন শাহানা আরশাদ রূপু। অনুষ্ঠানটির উপস্থাপক ও পরিচালক বলেন, 'লোকসঙ্গীতের অনুষ্ঠান তেমনভাবে কেউ করে না। যার কারণে আমি করেছি। আমার বিশ্বাস দর্শকের ভালো লাগবে।'

চলচ্চিত্র উৎসব

২৪ আগস্ট সন্ধ্যা ৬টা থেকে জার্মান কেন্দ্রে শুরু হয়েছে ৪ দিনব্যাপী দক্ষিণ এশিয়ার প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসব। বাংলাদেশ শর্ট ফিল্ম ফোরামের ১৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে এ উৎসবের আয়োজন করেছে বাংলাদেশ শর্ট ফিল্ম

প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনী

২৯ তারিখ থেকে রাশান কালচারাল স্টোরে শুরু হচ্ছে প্রামাণ্য চিত্র 'সেই রাতের কথা বলতে এসেছি'র প্রদর্শনী। তিনদিন ব্যাপী এই প্রদর্শনী শেষ হবে ৩১ আগস্ট। প্রামাণ্য চিত্রটি নির্মান করেছেন প্রখ্যাত প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা কাওসার চৌধুরী। তার দীর্ঘদিনের শ্রমের ফসল এই প্রামাণ্যচিত্রটি নির্মিত করেছেন ২৫ মার্চ কাল রাতকে কেন্দ্র করে। প্রতিদিন চলবে তিনটি করে শো। ২৯ আগস্ট বিকাল ৫টা, সন্ধ্যা ৬টা ও ৭টা। ৩০ আগস্ট সকাল ১০টা ও ১১টা। বিকাল ৩টা, ৪টা ও ৫টা। ৩১ আগস্ট বিকাল ৫টা। সন্ধ্যা ৬টা ও ৭টা। অগ্রিম প্রবেশপত্র পাওয়া যাবে সাগর পাবলিশার্স (বেইলী রোড), পাঠক সমাবেশ শাহাবাগ, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সহ বেশ কয়েকটি জায়গায়। জানা যায়, প্রদর্শনী সর্বোমোট ১২টি শো-এর মধ্যে যে চারটি শো থেকে সবচেয়ে বেশি অর্থ সমাগম হবে তার সমুদয় অর্থ এই প্রামাণ্যচিত্রে স্বাক্ষাৎকার গ্রহণকারী শহীদ পরিবারকে প্রদান করা হবে।

দ্বিধাবিভক্ত ফোবানা সম্মেলন

ফোবানা সম্মেলনটি এবারও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। আমেরিকার দুটি শহরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই মিলন মেলাটি। প্রধান অতিথি নির্বাচন নিয়ে সংঘর্ষের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

এ বিষয়ে লিখেছেন... **জসিম মল্লিক**

উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশীদের ফোবানা নামে পরিচিত সম্মেলনটি এবারও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। যেখানে বাঙালি সেখানেই দলাদলি- এই অপবাদ থেকে এবারও বের হয়ে আসা যায়নি। বাংলাদেশ সোসাইটি ও বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের ব্যানারে ১৯৮৭ সাল থেকে ফোবানা সম্মেলন হয়ে আসছে। আমেরিকা ও কানাডার বিভিন্ন শহরে এই সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। এ পর্যন্ত আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসি, নিউইয়ক, নর্থ টেক্সাস, নিউ ইংল্যান্ড, ফোরিডা, আটলান্টা, ক্যালিফোর্নিয়া এবং কানাডার টরেন্টো, কুইবের্ক, মন্ট্রিয়েলে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ফোবানা কখনো ঐক্যবদ্ধ আর নিরুদ্বিগ্নভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারছে না। রাজনীতির বিষবাষ্প, ব্যক্তিস্বার্থ আর কমিউনিটিতে নিজেদের আধিপত্য প্রদর্শনের অসুস্থ মানসিকতার কারণে এই সুন্দর মহাসম্মেলনটি কাদা ছোঁড়াছুঁড়িতে পরিণত হয়েছে। বহির্বিশ্বে নিজেদের দুর্নাম প্রচারের জন্য বাঙালির জুড়ি নেই। এবারও ফোবানা অনুষ্ঠিত হচ্ছে দ্বিখন্ডিত হয়ে। নিউইয়র্ক অংশের প্রধান অতিথি নির্বাচন নিয়ে কমিউনিটিতে ইতিমধ্যে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। প্রধান অতিথি হিসেবে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমানের নিউইয়র্ক আগমনের দিন যতই ঘনিয়ে আসছে ততই তাকে নিয়ে তোলপাড় সৃষ্টি হচ্ছে। আওয়ামী সমর্থক ও জোট সরকার বিরোধী বিভিন্ন মহল বিচারপতি লতিফুর রহমানের নাম নিউইয়র্ক সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিবাদ জানালেও সম্মেলনের আয়োজক বাংলাদেশ সোসাইটি অব নিউইয়র্ক এসব প্রতিবাদে কান দিচ্ছে না। বস্তুত জোট সরকারের সমর্থক রাজনৈতিক ধারার ব্যক্তিদের প্রাধান্যে গড়া কমিটি কমিউনিটির সর্বজন ঐক্য ও সংহতির তোয়াক্কা না করেই প্রধান অতিথি হিসেবে লতিফুর রহমানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে- এমন অভিযোগ অনেক অরাজনৈতিক প্রবাসীদেরও। এদিকে বাংলাদেশ সোসাইটি অব নিউইয়র্কের আসন্ন নির্বাচনে সভাপতি প্রার্থী মুজিব-উর-রহমান এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, কোনো বিতর্কিত ব্যক্তিকে যেন সম্মেলনের প্রধান অতিথি করা না হয়। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ঘোষণা দিয়েছে তারা লতিফুর রহমানের নিউইয়র্ক সম্মেলনে যোগাদানের বিষয়টি সহজভাবে মেনে নেবে না। এর প্রতিবাদে তারা সম্মেলনস্থলের বাইরে তাকে কালো পতাকা প্রদর্শন ও বিক্ষোভ কর্মসূচিরও আয়োজন করতে পারে। সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত কর্মসূচি ব্যাখ্যা করেন। বিচারপতি লতিফুর রহমান কোনো বিতর্কিত ব্যক্তি নন। তার নিরপেতার কারণেই একটি অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়েছে, যা দেশ-বিদেশে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। সর্বজন শ্রদ্ধেয় একজন ব্যক্তিকে বিতর্কিত চিহ্নিত করা অসুস্থ মানসিকতার লণ বলে অভিহিত করেছেন সোসাইটির এক অংশের নেতৃবৃন্দ। ফোবানার নিউইয়র্ক সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তারা হলেন- রাশেদ খান মেনন, খালেকুজ্জামান ভূইয়া, ইকবাল উদ্দিন চৌধুরী, মোস্তফা জামান আব্বাসী, ড. আবু নসর, এহসানুল হক প্রমুখ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জাহিদ, মৌ, শাকিলা জাফর, শুভ্র দেব, হাসান, ফেরদৌস আরা, রীচি, ফিডব্যাক এদের অংশ নেয়ার কথা। নিউইয়র্কের ম্যানহাটন সেন্টারে ৩১ আগস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর দু'দিন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ফোবানার অপর সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে ষোড়শ বাংলাদেশ সম্মেলন নামে টেক্সাসের ডালাস সিটির কনভেনশন সেন্টারে। এ উপলে ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। সম্মেলন শুরু হবে ৩০ আগস্ট। এটি হবে তিন দিনব্যাপী। বাংলাদেশের খ্যাতনামা আইনজীবী, রাজনীতিক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিল্পী এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের সমাবেশ ঘটবে বলে জানা গেছে এই সম্মেলনে। সব দিক দিয়ে এই সম্মেলনটি মহামিলন মেলায় পরিণত হবে বলে উদ্যোক্তারা আশা করছেন। কানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্রেরই বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে ৪৫টিরও বেশি সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ ৮ হাজারেরও বেশি বাংলাদেশী এতে যোগ দেবেন। খ্যাতনামা ব্যক্তিদের মধ্যে যারা যোগ দেবেন তারা হচ্ছেন- ড. কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম, রফিকুন্নবী, ভাস্কর সৈয়দ আবদুল্লাহ খালেদ, কবি শহীদ কাদরী, প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান, মোবারক হোসেন খান, ইমদাদুল হক মিলন, শফিক রেহমান প্রমুখ। শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন কাজী আরিফ, প্রজ্ঞা লাবনী, রিজিয়া পারভীন, সৈকত দাস, কনকচাঁপা প্রমুখ।

ফোরাম। প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন করেন জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক সৈয়দ সুজা উদ্দিন আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফিল্ম সাউথ এশিয়ার চেয়ারম্যান কনক মনি দীক্ষিত। চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হবে ১৬টি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র। এর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের দু'টি। দর্শনার্থীদের জন্য শুভেচ্ছা মূল্য ধার্য করা হয়েছে ১০ টাকা। এই টিকিট প্রদর্শনী কেন্দ্র থেকে শো শুরুর আগে পাওয়া যাবে।

আলোকচিত্র প্রদর্শনী

২৩ আগস্ট থেকে ছক গ্যালারিতে শুরু হয়েছে আলোকচিত্র শিল্পী সৈয়দ জাকির হোসেনের আলোকচিত্র প্রদর্শনী। ঐতিহ্যবাহী সোনারগাঁও ও পানাম নগরীর অনেকগুলো আলোকচিত্র নিয়ে আয়োজন এ প্রদর্শনীর। 'আমাদের ঐতিহ্যের অতীত সোনারগাঁও' শীর্ষক এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন প্রবীন চারুশিল্পী মুস্তফা মনোয়ার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষট ব্যাংকার ও কেন্দ্রীয় কচিকাঁচা মেলার প্রধান ইব্রাহিম খালেদ, ফ্রিডম ফাউন্ডেশনের ড. ইফতেখারুজ্জামান প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান এবং আলোকচিত্রী সৈয়দ জাকির হোসেন বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত অতিথিরা সোনারগাঁ ও পানাম নগরের বিলীয়মান পুরানিদর্শনকে ধরে রাখার জন্য সৈয়দ জাকিরের প্রচেষ্টাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে অভিহিত করেন। প্রদর্শনী চলবে ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন বিকার ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।

মেধাবি ছাত্রকে বাঁচাতে

ক্যান্সারে আক্রান্ত মেধাবী ছাত্রকে বাঁচাতে আবারও এগিয়ে এলেন জননন্দিত জাদুশিল্পী জুয়েল আইচ। মানবতার টানে এর আগেও তিনি বহুবার এগিয়ে এসেছেন অসহায় রোগীকে সহযোগিতার জন্য। গত ২২ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থবিদ্যার মেধাবী ছাত্র, ক্যান্সারে আক্রান্ত আরিফুল ইসলাম শাওনের চিকিৎসার সাহায্যে জাদু সন্ধ্যায় তিনি জাদু পরিবেশন করেন। তার পরিবেশনায় দুই দিনব্যাপী জাদু সন্ধ্যার টাকা ব্যয় হবে শাওনের চিকিৎসা খাতে। জুয়েল আইচের ডাকে সাড়া দিয়ে সাধারণ মানুষও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়।

ঝিনুকের জন্য

গত ১৯ আগস্ট রাশিয়ান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে লিম্ব প্যারালাইসিস রোগে আক্রান্ত মেধাবী ছাত্রী ঝিনুকের সাহায্যার্থে 'অ্যালিকজার' ব্যান্ড গ্রুপ এক মনোরমের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করে। এমন একটি মহৎ অনুষ্ঠান মিলনায়তনে পূর্ণ দর্শক উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। দেশে ও বিদেশে অসংখ্য স্টেজ শো করার পাশাপাশি মানব সেবামূলক কর্মকাণ্ডে 'অ্যালিকজার' ব্যান্ড সবসময় এগিয়ে আসে। ইতিপূর্বে ২০০১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর অঁলিয়স ফ্রঁসেজে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত অমিতের চিকিৎসার্থে, ক্যান্সার আক্রান্ত সূচির সাহায্যার্থে রাশিয়ান কালচারাল সেন্টারে 'অ্যালিকজার' ব্যান্ড সফল চ্যারিটি কনসার্টের আয়োজন করেছিল। ব্যান্ডের বর্তমান লাইন আপ ঃ রিদম গিটার/ভোকাল মঈন, বেজ গিটার/ভোকাল ফারশিদ, লীড গিটার নাভেদ, কিবোর্ড ববি, ড্রাম আরসালান।

রুহুল তাপস, নোমান মোহাম্মদ, জব্বার হোসেন

নতুন আয়োজন

বাক্স-পেটরা নিয়ে একুশে টেলিভিশন এবার ছুটছে দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আশপাশের দেশে। অতঃপর আরো দূর দেশ। 'বাক্স-পেটরা'র লক্ষ্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ, মানুষের জীবন ব্যবস্থা, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, অর্থনীতি, সমাজ ব্যবস্থা ইত্যাদি একুশের দর্শকের কাছে তুলে ধরা। ব্যয়বহুল ও নতুন ধারার ধারাবাহিক এই অনুষ্ঠানটির নাম দেয়া হয়েছে 'বাক্স-পেটরা'। আসলে এটি মূলত একটি ট্রাভেল শো। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করবেন সঙ্গীত শিল্পী জুয়েল, গায়িকা মেহ্‌রীন, সংবাদ পাঠিকা সঙ্গীতা আহমেদ এবং ইন্তেখাব। 'বাক্স-পেটরা' পরিচালনা ও প্রযোজনা করছেন পারভেজ চৌধুরী। উল্লেখ্য, আমাদের দেশে এ ধরনের আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ব্যয়বহুল অনুষ্ঠান এই প্রথম। এ অনুষ্ঠানের প্রথম শুটিং হবে উজবেকিস্তানে। পরবর্তীতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও 'বাক্স-পেটরা' শুটিং করবে।

জাহিদের প্রিয় অনুষ্ঠান

প্যারিস থেকে ফিরেই জাহিদ হাসান যথারীতি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন অভিনয় আর নাটক নিয়ে। এরই মধ্যে শেষ করেছেন নিজের প্রযোজনা সংস্থা থেকে নাটক 'অপগ্রহণ'। এই নাটকটির পরিচালনাও করেছেন জাহিদ হাসান। আগামী অক্টোবরে নাট্যকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী হিসেবে নাট্যোৎসব শুরু হতে যাচ্ছে। নাট্যকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবেও জাহিদকে এখন ব্যস্ত সময় কাটাতে হচ্ছে। জাহিদ হাসানের সঙ্গে কথা হয় তার প্রিয় টিভি চ্যানেল আর অনুষ্ঠান নিয়ে। জাহিদ বলেন, 'বেশিরভাগ সময়ই শুটিংয়ের কারণে আমি খুব রাত করে ঘরে ফিরি। সুতরাং তখন আর তেমন কোনো ভালো প্রোগ্রাম থাকে না। সে যে চ্যানেলই হোক। তাছাড়া তখন খুব ক্লান্তও লাগে।' দেশী চ্যানেলগুলো সম্পর্কে বলতে গিয়ে জাহিদ বলেন, 'আমি নিজের নাটক ছাড়া তেমন কিছু দেখি না। আমি বিটিভি, একুশে, চ্যানেল আই কোনোটাই সেভাবে দেখি না। শুধুমাত্র নিজের নাটক হলে সেটা যে চ্যানেলেই হোক আমি দেখি যদি সম্ভব হয়'। বাইরের চ্যানেল সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আসলে সেভাবে নির্দিষ্ট করে কোনো অনুষ্ঠান নেই যেটা ভালোলাগে। হয়তো দেখতে গিয়ে দেখলাম অনুষ্ঠান বা প্রোগ্রামটা ভালো তখন বাকিটাও দেখা শুরু করলাম, শেষ করলাম— অনেকটা এভাবে। তারপরও ডিসকভারি, ন্যাশনাল জিওগ্রাফি ভালোলাগে। কার্টুন নেটওয়ার্ক আমার মেয়ের খুব প্রিয়। মেয়ের কারণে আমিও এনজয় করি। তবে কার্টুন ছবির প্রতি আমার নিজেরও একটা আগ্রহ আছে। অনেক সময় ডিভিডিতে সিডি এনে আমি এবং আমার মেয়ে কার্টুন দেখি।' মুভি চ্যানেলগুলোর মধ্যে এইচবিও জাহিদের প্রিয় চ্যানেল। আর নিউজ চ্যানেলগুলোর মধ্যে মাঝে মাঝে বিবিসি, সিএনএন দেখা হয় বলে জানালেন তিনি। এ ছাড়া পুরনো দিনের বাংলা ছবির প্রতিও একটা দুর্বলতা আছে বলে জানালেন জাহিদ হাসান।